দৈনিক জনতা

তারিখ ... JUL 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৮ ...

১৫

প্রতি ৫১ জন ছাত্র-ছাত্রীর নিরাপত্তায় ১ জন নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন

ক্যাম্পাসে রেকর্ডসংখ্যক পুলিশ ও বিডিআর

স্টাফ রিপোর্টারঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রেকর্ড সংখ্যক নিরাপত্তা বাহিনীর সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। বিবদমান ছাত্র সংগঠনগুলোর 'রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ' এড়ানোর জন্যে কর্তৃপক্ষ ১৪ প্লাটুন পুলিশ ও বিডিআর মোতায়েন করেছেন। এরপরেও অস্ত্রধারীদের দৌরাত্ম্য অব্যাহত রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৬ হাজার। সে হিসাবে প্রতি ৫১ জন ছাত্র-ছাত্রীকে প্রহরা দিচ্ছে একজন নিরাপত্তারক্ষী। পুলিশ জানায়, গত বছর নবেম্বর মাসে সারাদেশে জরুরি অবস্থা চলাকালে এখানে সর্বোচ্চ আট প্লাটুন

শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

145

পুলিশ ও বিডিআর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিরাপত্তা রক্ষী মোতায়েন করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর সেটিই ছিল সর্বোচ্চ মোতায়েন। বর্তমানে সেই রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।

সূত্র জানান, বিবদমান ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। যে কোনো মুহূর্তে ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হতে পারে। আবাসিক হলগুলোতে আগ্নেয়াস্ত্রের মজুদ ও বহিরাগত অস্ত্রধারীদের আনাগোনা বেড়েছে। প্রস্তুত থাকছে সুযোগের অপেক্ষায়। যে কোনো মুহূর্তে এরা প্রতিপক্ষের অবস্থানের ওপর হামলা চালিয়ে আবাসিক হল দখল করবে বলে জানা গেছে। ছাত্র-ছাত্রীরা চরম আশংকার মধ্যে অবস্থান করছেন। রহস্যজনক ঘটনা হলো অস্ত্রধারীরা শুধু দিনের বেলায় ক্যাম্পাসে অবস্থান করছে। সন্ধ্যার আগেই ক্যাম্পাস ত্যাগ করছে।

সূত্র আরো জানান, ক্যাম্পাসে সীট দখলের ঘটনা আরো বেড়েছে। গত বৃহস্পতিবার সূর্যসেন হলে ছাত্রলীগের (শা-অ) কর্মীদের রুম ভাঙচুরের পর এই সংগঠনের নেতা-কর্মীরা ঐ হল ত্যাগ করেছে। মহসীন হল, জসীমউদ্দিন হল, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে প্রতিপক্ষের হুমকির মুখে ছাত্রলীগের (শা-অ) অনেক নেতা-কর্মী হল ত্যাগ করেছে। সেখানে অবস্থান করছে প্রতিপক্ষের কর্মীরা।

আবার নিরাপত্তাহীনতার কারণে ছাত্রদলের বহু নেতা-কর্মী জহুরুল হক হল, সলিমুল্লাহ হল, জগন্নাথ হল এবং স্যার এ এফ রহমান হল ত্যাগ করেছে। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিবদমান দুটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছে।

এই উত্তেজনা আরো ঘনীভূত হচ্ছে ক্যাম্পাস থেকে বহিষ্কৃত ছাত্র নেতাদের নিয়ে। ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা কামরুজ্জামান আনসারী জানিয়েছেন, বহিষ্কৃত সন্ত্রাসীরা ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। আগামীকাল রোববার দুপুরের মধ্যে বহিষ্কৃতদের ক্যাম্পাস থেকে প্রত্যাহার করা না হলে ছাত্রলীগ (শা-অ) তাদের বিরুদ্ধে 'সর্বাত্মক প্রতিরোধ' গড়ে তুলবে। এদিকে ছাত্রদলের একজন নেতা জানান, তাদের তিন জন নেতাকে 'অবৈধভাবে' বহিষ্কার করা হয়েছে। তিনি বলেন, ক্যাম্পাসে ডাক্তার মিলনের খুনীরা থাকতে পারলে এরা কেন থাকতে পারবে না? ছাত্রলীগ এদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করলে দাঁতভাঙা জবাব দেয়া হবে।

এ পরিস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রীরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। সলিমুল্লাহ হলের একজন ছাত্র বলেন, ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি কি হতে যাচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমরা বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। কখন বিস্ফোরণ ঘটবে তা ভেবে শংকিত। তিনি বলেন, এক্ষেত্রে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সরকারের ভূমিকা রহস্যজনক।

উল্লেখ্য, ক্যাম্পাস দখল নিয়ে গত ১৭ মার্চ থেকে ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (শা-অ) এবং ছাত্রলীগ (না-শ)-এর মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে সংঘর্ষ হচ্ছে। এই সংঘর্ষে গত ২০ জুন একজন ছাত্র নিহত হয়েছে। কর্তৃপক্ষ ডাকসু নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করেছেন। এরপরেও ক্যাম্পাসে বন্দুক যুদ্ধের মহড়া চলছে।

মিছিল কর্মসূচি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশে সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (শা-অ) এবং ছাত্রলীগ (না-শ) আজ শনিবার সকাল ১১টায় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করবে।